সিডনি-তে ১লা বৈশাখ -- আতিক রহমান

আজ এসেছে নূতন বছর
মাথায় মুকুট পড়ে-
আমার দেশের শীতল পাটিতে
বসতে দেবো ঘরে ।

উপরের পঙতি ক'টি সিডনি'র প্রথিতযশা ছড়াকার ও কবি হায়াত মাহমুদের লেখা "নূতন বছর"; প্রকাশিত হয়েছিল সিডনিবাসী ডট কমে গেলো বছর। একজন মানুষ মনে প্রানে যে কতটা বাঙ্গালী হতে পারে কবি হায়াত মাহমুদ তার উজ্জল দৃস্টান্ত। প্রবাসে বসে শত ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে ছড়া-কবিতা লেখেন; ছাপান বিভিন্ন মিডিয়াতে। ইতিমধ্যে বেশ ক'টি ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে সিডনি প্রবাসি হায়াত মাহমুদের।

এবছর ১লা বৈশাখ ১৪২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে পান্তা ইলিশের বিশাল এক আয়োজন করেছিলেন হায়াত মাহমুদ। ইস্টার্ন সাবার্বের অনেকগুলো বাঙ্গালী পরিবারসহ দূর দুরান্ত থেকে দুই বাংলার বেশ কিছু বাঙ্গালী পরিবার জড়ো হয়েছিল গত ১৪ই এপ্রিল ২০১৩ সাজ সকালে তাঁর কোগ্রাস্থ বাসভবনে। স্বপরিবারে উপস্থিত ছিলাম আমরাও। দিনভর চলে বর্ষবরন অনুষ্ঠান। স্বজন দিয়ে বিশাল এক মাছ ধরিয়েছেন আগের রাতে ঠিক দেশীয় কায়দায় ঠিক যেমনটি দেখেছি বাংলাদেশে আমাদের ছেলে বেলায়।

পান্তা ইলিশ আরো হরেক রকমের খাবার। ভর্তা, ভাজি, মাছ, মাংশসহ গুনে গুনে তেত্রিশ রকমের খাবার। এ যেন খাবারের এক পসরা। তারপর মিষ্টি- মিঠাই, চিড়া-গুড়, খৈ, মুড়ি- মুড়কি, দুধ- দই আরও কতকি। তার সাথে আরও ছিল নানান রকমের ঘরে বানান পিঠা- ক্ষিরপুয়া, পাটিসাপ্টা, তারপর রসগোল্লা, ছানার সন্দেশ, লাড়ু আরও কতকি।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ছিলো আফরোজা হায়াতের পরিবেশনা। দেশ থেকে আনিয়েছেন মাটির হাড়িকুড়ি, কলাপাতার প্লেটে খাবার পরিবেশন ছিলো এক ব্যতিক্রমি আকর্ষন। ব্যাকগ্রাউন্ডে রবীন্দ্র সঙ্গীতের মুর্ছনা আর সিডনী'র ভোর বেলায় প্রাক-শীতের ঠান্ডা ঠাণ্ডা আমেজে বাংগালীর বর্ষবরণ এক কথায় অপূর্ব এক সংযোজন।

অনেক দিন পর প্রবাসে বসে পুরোপুরি বাঙ্গালীয়ানার স্বাদ নিয়ে একটি বাংলা নববর্ষ উদযাপন করার সুযোগ পেলাম কবি ও ছড়াকার হায়াত মাহমুদের প্রান জুড়ানো আতিথিয়েতায়।